আমাদের সময়

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৪ ...

এইচএসসির নতুন ইংরেজি বই

# পাঠপদ্ধতি নিয়ে অথৈ জলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

এম এইচ রবিন

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে প্রায় দুই মাস। এই শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তৈরি করা হয়েছে ইংরেজি প্রথমপত্র 'ইংলিশ ফর টু ডে' বইটি। বইটির পাঠপদ্ধতি নিয়ে অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। নতুন বই শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছলেও শিক্ষকদের পাঠদানের জন্য নেই কোনো দিকনির্দেশনা।

বইয়ের সিলেবাস কী হবে, শ্রেণিকক্ষে কীভাবে পড়ানো হবে, কোন প্রক্রিয়ায় এর প্রশ্ন করা হবে, আদৌ টেক্সটবুক থেকে প্রশ্ন করা যাবে কিনা এসবের কোনো নির্দেশনা পাননি শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা ছুটছেন শিক্ষকদের কাছে আর শিক্ষকরা খোঁজ নিচ্ছেন শিক্ষা প্রশাসন এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি)। কিন্তু কোথাও প্রশ্নের সমাধান মিলছে না তাদের।

কয়েকটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক আমাদের সময়কে জানান, নতুন ইংরেজি বইয়ের পাঠদান কীভাবে হবে? এর সিলেবাস কী হবে? এখনো কোনো বিষয়ে তারা জানেন না। অনেক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরাও প্রতিদিন একই প্রশ্ন করছেন কলেজের

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৬

## পাঠপদ্ধতি নিয়ে অথৈ জলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষকদের। শিক্ষার্থীরা ছুটছেন কোচিং সেন্টার ও বাজারে গাইড বইয়ের দিকে। প্রতারণার শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। কারণ এনসিটিবি এখনো নতুন বই সম্পর্কে সিলেবাস এবং প্রশ্নপদ্ধতির নির্দেশনা পাঠায়নি কোনো প্রতিষ্ঠানে। তার আগেই গাইড বই ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে গাইড বাজারজাত করেছেন। এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ বাজারের গাইড বই দেখে কী সিলেবাস তৈরি করেন? এমন প্রশ্ন তোলেন কয়েকজন শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা টেক্সটবুক পেয়েছেন অথচ তা পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের গাইডলাইন দেয়নি এনসিটিবি। বই করার সময় কি সিলেবাস তৈরি করা যায় না? পরীক্ষার আগ মুহূর্তে সিলেবাস দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিপদে ফেলার ফন্দি করছে এনসিটিবি।

রাজধানীর কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মে. তামিম জানান, ক্লাসে স্যারেরা শুধু গল্প পড়ান। তারা কোনো প্রশ্নের ধারণা দিচ্ছেন না। আরেক শিক্ষার্থী সুবর্ণা জানান, নতুন ইংরেজি বইয়ের অধিকাংশ গল্পই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর লেখা। এসব জানা বিষয়গুলো নিয়ে পড়ার আগ্রহ থাকে আমাদের। এখন থেকে প্রশ্নের ধরন কেমন হবে তা জানি না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইংরেজির একজন শিক্ষক জানান, টেক্সটবুক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্পের প্রশ্ন হবে শুনেছি। মনে করুন এই বইয়ে লালনকে নিয়ে ফিচার আছে যেটা শিক্ষার্থী পড়বে। আর প্রশ্নে আসতে পারে জীবনানন্দ দাশের একটি ফিচার। সৃজনশীল পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আনসিন প্রশ্ন কাঠামো থাকবে বলেও মনে করছেন অনেক শিক্ষক। তবে কেউই নিশ্চিত নন আসলে প্রশ্নের ধরন কী হবে?

এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির সচিব ইমরুল হাসান বলেন, নতুন পাঠ্যবইয়ের জন্য শিক্ষকরা নির্দেশনা পাচ্ছেন না বলে বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ আসছে। এ বিষয়ে একটি জাতীয় কর্মশালাও করা হয়েছে এনসিটিবিতে। জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) অনুমোদনের পর কলেজগুলোয় গাইডলাইন পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ২০১০ সালে প্রণীত নতুন শিক্ষানীতির আলোকে ২০১২ সালে নতুন পাঠ্যবই রচনা শুরু হয়। ২০১০ সাল থেকে ধাপে ধাপে নতুন কারিকুলামের বই প্রবর্তন শুরু হয়। ২০১৩ সালে একাদশে এবং ২০১৪ সালে দ্বাদশ শ্রেণিতে নতুন পাঠ্যবই দেওয়া শুরু হয়। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বই জুলাইয়ের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর কথা থাকলেও প্রকাশের জটিলতায় জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বই পান শিক্ষার্থীরা। নতুন এই বইয়ে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টান্ত নিয়ে ইংরেজি শেখার ধারণা প্রবর্তিত হয়েছে। ক্লাস কার্যক্রমনির্ভরতাকে এই বইয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা কোচিংনির্ভর বা নোটবইয়ের মুখাপেক্ষী থাকবে না বলে মনে করছে এনসিটিবি। কিন্তু শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা না পাওয়ায় সুফল পাওয়া যাচ্ছে না নতুন এই বইয়ের।